বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রিয় ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মী— দেশে ও বিদেশে যারা আছেন, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও সালাম।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ, যে দেশ একসময় উন্নয়নের রোল মডেল ছিল, তাকে আজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ বাহিনী— কেউই এই ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়।

আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৮ সালে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। আমি তখন শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে কোটা বাতিল করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পক্ষ থেকে করা একটি মামলার কারণে আদালত কোটা পুনর্বহাল করে। তারপর সরকার রিট করে সেই রায় স্থগিত করে।

আসলে, এটি শুধুই কোটা আন্দোলন ছিল না— এটি ছিল গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এক ব্যক্তি ক্ষমতার লোভে পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকে রূপ দিয়েছিল সহিংসতায়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক, এমনকি সাধারণ মানুষও সে সহিংসতার শিকার হয়েছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করেন। ধাপে ধাপে তিনি এ দেশের জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং তার নেতৃত্বেই আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করি।

আমি জাতির পিতার প্রতি, জাতীয় চার নেতার প্রতি, ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এবং দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু যখন দিনরাত পরিশ্রম করছিলেন, তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমার মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, আমার ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, ছোট ভাই রাসেল— মাত্র ১০ বছরের শিশুকেও তারা রেহাই দেয়নি। নববধূ সুলতানাকেও হত্যা করা হয়। আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা হয়েও নির্মমভাবে শহীদ হন। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামিল ছুটে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে— তাকেও হত্যা করা হয়। ছাত্রলীগের নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমনিও নিহত হন। স্বাধীনতার সংগঠক আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও তার পরিবারকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আমি ১৫ই আগস্ট শহীদ সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

জাতির পিতা বলেছিলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাসই বাংলাদেশের ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ছাত্রলীগের ত্যাগ ও অবদান অসামান্য। বারবার হত্যা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্যেও ছাত্রলীগ দেশের জনগণের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

১৫ই আগস্ট হত্যাযজ্ঞের পর আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ও আমি বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। ছয় বছর পর দেশে ফিরে দেখি, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি আইন করা হয়েছে— যার ফলে বিচার চাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মিলে আমাদের মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল।

আমি দেশে ফিরে এসেছিলাম একটাই প্রত্যয় নিয়ে— মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করব, শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেব না।

বাংলাদেশের মানুষ যেন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে, সেটাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল। আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছি। আজ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অটল রয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা যখন প্রথমবার সরকার গঠন করি, তখনই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগ নিই। তবে এরপর দীর্ঘ আট বছর আমরা সরকারে আসতে পারিনি। এই সময়ে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এবং দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে— ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩৩টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করি। এরপর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এক নতুন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায় এবং উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করে। ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের মধ্যেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বীকৃতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করে। একইসঙ্গে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং বিশ্বের সামরিক ও অসামরিক নেতাদের দেওয়া শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এছাড়াও, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির উদ্যোগ নিই। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

আমাদের উন্নয়ন কোনো নির্দিষ্ট দলের জন্য নয়, বরং দেশের সব মানুষের জন্য। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি। সেশনজটমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি।

আমাদের সময় দেশে মাত্র একটি টেলিভিশন, একটি রেডিও এবং কোনো ডিজিটাল সংযোগ ছিল না। মোবাইল ফোন ছিল না, ডিজিটাল প্রযুক্তি ছিল না। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ নিই এবং গণমাধ্যমসহ ব্যাংক, বিমা, বিমান ও অন্যান্য খাত বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিই। এর ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আমরা 'একটি বাড়ি, একটি খামার' নীতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিই। প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করি, যাতে মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পায়। একসময় দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়, কিন্তু আজ ১৩ কোটিরও বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন উন্মুক্ত করার ফলে বর্তমানে ১৮ কোটির বেশি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমরা তরুণ সমাজকে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ করতে কম্পিউটার ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার, স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি ওয়াইফাইসহ ব্রডব্যান্ড কানেকশন চালু করেছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশে প্রবেশ করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যাশন ডিজাইন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, এভিয়েশন ও এরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা জনসংখ্যার বিশাল অংশের কর্মসংস্থানের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়মিত পরীক্ষা চালু করি, যাতে মেধার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি, যেখানে তরুণ উদ্যোক্তারা বিনা জামানতে ঋণ নিতে পারে।

এছাড়া, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা ব্যাপক উদ্যোগ নিই, যাতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আমাদের লক্ষ্য একটাই— বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া, যেখানে মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্য থাকবে না, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে।

আমাদের এই উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে হবে, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমি কখনো কোনো রাজনৈতিক পরিচয় দেখিনি দলমত নির্বিশেষে মেধাবী যারা, তারাই চাকরি পেয়েছে, তারাই সুযোগ পেয়েছে। তাদের জন্য আমি করেছি, আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছি। হ্যাঁ, একটা দেশে মাল্টিপার্টি সিস্টেম থাকে, বহুদলীয় গণতন্ত্র সেখানে সরকারের মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে, সকলের অধিকার থেকে কেড়ে নিতে হবে। ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, এটা ছাত্রদের অধিকার, দল, মত নির্বিশেষে সকলের অধিকার। সে অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা এর থেকে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা দেখি সেই বৈষম্যহীন আন্দোলনের মাধ্যমেই আজকে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, শিক্ষকদের অপমান করা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। কেন এই অবস্থা থাকবে?

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে যে ঘটনা ঘটলো, সেখানে পুলিশদের পিটিয়ে হত্যা করা হলো। একটা অন্তঃসত্ত্বা নারী পুলিশ বারবার বলছে, ভাই, আমাকে মারবেন না, আমার পেটে বাচ্চা। মানুষ এত অমানুষ হয় কিভাবে, যে তাকে পিঠে পিঠে হত্যা করে? করা হলো আগুন দিয়ে পুলিশ ফাড়িতে জ্বালিয়ে দেওয়া, এবং সেখানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললো মানুষকে। মেরে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, ঠিক কসাইখানায় পশু জবাই দিয়ে যেমন পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, সেইভাবে তাদের ঝুলিয়ে রাখা। যারা এমনকি তাদেরকে এমনভাবে অপমান করা, কাপড় খুলে নিয়ে তাদেরকে এক একজনকে কিভাবে বেইজ্জত করা? যারা এসব ঘটনা ঘটেছে, তাদের মধ্যে কি এতটুকু মানবিকতা নেই? এতটুকু শালীনতাবোধ নেই? কিভাবে একটা মানুষ এভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারে?

আমরা তো ১৫ বছর সাত মাস ক্ষমতায় ছিলাম, এভাবে তো আমরা কাউকে অপমান করিনি বা এভাবে দলীয়করণ আমরা করিনি। ব্যবসা-বাণিজ্য আজকে কেউ করতে পারছে না, ব্যবসায়ীদের ওপর অনবরত আক্রমণ, গ্রেপ্তার, কলকারখানা বন্ধ, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যাচ্ছে। আজকে কৃষক চাষ করতে পারছে না, সার নেই, বিদ্যুৎ নেই, শেষ দিতে পারে না। এ অবস্থা তো বাংলাদেশের ছিল না, আমি তো এ ব্যবস্থা রেখে আসিনি। বাংলাদেশে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। উত্তরবঙ্গে মঙ্গা লেগেই থাকতো, সেখানে মঙ্গা দূর করেছি। যারা একবেলা খাবার পেত না, অন্তত তিন বেলা তারা খাবার পেত। বিদেশ থেকে পুরনো কাপড় এনে পড়ানো হতো। কই আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর তো বিদেশ থেকে পুরনো কাপড় এনে পড়ানো লাগেনি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, সব ব্যবস্থায় তো করেছিলাম। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩০ প্রকার ঔষধ বিনামূল্য তুলে দেওয়া হতো, আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল তৈরি করেছি, বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। প্রায় ৪৪ হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছি, ২২ হাজার ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছি, মানুষের সেবা মানুষ যাতে পায় সেই ব্যবস্থায় আমরা নিয়েছি। কিন্তু আজকে যেন সব বৃথা হয়ে গেল। অপরাধটা কি আমার? আমি সেটা জানতে চাই।

যারা আমাকে স্বৈরাচার বলেন, বলেন। আজকে আমার জিজ্ঞাসা, আজকে যে বাংলাদেশের যে অবস্থা চলছে, এই যে পুলিশ হত্যা, আওয়ামী লীগের প্রায় ৪০০'র মতো নেতাকর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হাত কেটে, পা কেটে, গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্র, যুবক, মহিলা, কেউ তো ছাড়া পাচ্ছে না। ছেলেকে পায় না বলে মাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, মাকে গাছের সাথে বেঁধে অপমান করা হচ্ছে, জায়নামাজের উপরে কুপিয়ে মারা অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এ কি বর্বরতা? এ কোন ধরনের বর্বরতা? এরা কারা? এরা কি গণহত্যাকারী নয়? এরা কি স্বেচ্ছাচারী নয়?

একজন যাকে সব থেকে বেশি সহযোগিতা আমি করেছিলাম, আমি ৯৬ তে সরকার আসার পরে ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে এই গ্রামীণ ব্যাংকটাকে আমি দাঁড় করিয়ে দিই। শুধু তাই না, গ্রামীণ ফোনের ব্যবসাটাও ওই ডক্টর ইউনূসকে দিয়েছিলাম। আমার কাছে বারবার ধরনা দিয়েছিল, বলেছিল, ওখান থেকে যে লাভ হবে, সে লাভের অংশ যাবে গ্রামীণ ব্যাংকে। তা কিন্তু যায়নি, বরং এগুলি বেঁচেই খেয়েছে, মানি লন্ডারিং করেছে, দুর্নীতি করেছে, এবং তার ক্ষমতার লোভ আজকে বাংলাদেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে এসেছে। একটি মানুষের ক্ষমতার লোভ বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে। তার মধ্যে কি এতটুকু মনুষ্যত্ববোধ নেই, কৃতজ্ঞতাবোধ নেই যে, তার উপকার করে তার ওপরেই তার মাথায় আঘাত করতে হবে?

কেন ক্ষুদ্র ঋণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিল না? এই ডক্টর ইউনূসেরই অনুরোধে আমি নিজে তার সম্মেলনে উপস্থিত হই, যেখানে ফ্রান্স, স্পেনের রানী কুইন সোফিয়া এবং হিলারি ক্লিনটন উপস্থিত ছিলেন। আমি উপস্থিত ছিলাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, এবং ক্ষুদ্র ঋণ জাতিসংঘে যাতে স্বীকৃতি পায়, সে ব্যবস্থাও আমি করেছিলাম। কিন্তু কত বড় বেইমান, মুনাফেক যে, তার ক্ষমতার লোভ এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, সে আমাকে আর রেহানাকে হত্যার পরিকল্পনা করল, এবং তার বক্তৃতায় তিনি ধরা পড়ে গেছেন। বিল ক্লিনটন ফাউন্ডেশনে সে মোটা টাকা দেয়, আমাদের দেশে কোন দুর্যোগ দুর্বিপাকে কোনদিন মানুষকে সাহায্য করেনি, কিন্তু সেখানে তিনি মোটা টাকা দিয়েছিলেন।

আপনারা দেখেছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ যখন যায়, সেখানে বিল ক্লিনটন ফাউন্ডেশনে দাঁড়িয়ে ইউনুস সাহেব কি বক্তৃতা দেন? যে এই আন্দোলন, গোটা আন্দোলন এটা কোন ছাত্র জনতার আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল তার মেটিকুলাসলি ডিজাইনড আন্দোলন। যা তার মাস্টারমাইন্ডের মাধ্যমে করা। ওই মাহফুজ আলমকে তারা পরিচয় করে দিয়েছিল মাস্টারমাইন্ড হিসেবে। তার অর্থটা কি ছাত্রদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে? আমাদের ছাত্ররা কোমলমতি, তারা ঠিক কোনটা সঠিক, সবসময় তো বুঝতে পারে না। ঝোঁকে চলে এসেছে। আবার আরেকজন সমন্বয়ক বলল, কী গণভবন আক্রমণের আগে বেশি ছাত্র পায়নি, তাই ফলস আইডি কার্ড করে ভুয়া ছাত্র বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। তার মানে এদের উদ্দেশ্যটা কী ছিল? আমি আজকে জাতির কাছে এটা জানতে চাই। এবং জাতির কাছে আমি বলব, ১৫ই আগস্ট আমরা দুই বোন বেঁচে গিয়েছিলাম, এটাই কি আমাদের অপরাধ? বাবা-মা ভাই সব হারিয়েছিলাম, সব হারিয়েও সেই শোক ব্যথা বুকেও নিয়েও ফিরে এসেছি বাংলাদেশের মানুষের কাছে। কেন? আমি দেখেছি, একটার পর একটা খুন হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, পেটে ভাত নেই, প্রতিনিয়ত দুর্ভিক্ষ, চারিদিকে হাহাকার। যে বাংলাদেশ জাতির পিতা স্বাধীন করেছিলেন, সেখানে মানুষ সুখে থাকবে, মানুষের ক্ষুধার অন্ন জোগাবে, সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে, সেই বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত এই ক্ষমতার লড়াই, একটা অশান্ত পরিবেশ, বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করবার জন্যই আমি এসেছিলাম, এবং আমি তা করেছি।

কই, আমরা নিজের জন্য তো কিছু করিনি, তারা চাকরি করেছে, পড়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, এলএসসি অথবা লন্ডন স্কুল, বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ডিগ্রি পেয়েছে, তারা নিজেদের যোগ্যতায় ডিগ্রি নিয়েছে। তাদের জন্য তো আমি কিছু করিনি, তারা নিজেরা লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের একটা কথাই বলেছি, আমরা দুই বোন বলেছি, আমাদের ছেলে-ছেলেমেয়েদেরকে যে, তোমাদের জন্য কোন সম্পদ রেখে যেতে পারবো না, তোমাদের শিক্ষাটাই হবে তোমাদের একমাত্র সম্পদ। তারা তাই করেছে, সেভাবেই তারা লেখাপড়া শিখেছে, সেইভাবে জীবনযাপন করেছে। আমি তো আমার নিজের জন্য কিছু করতে যাইনি, একমাত্র ৩২ নম্বরের বাড়িটা, সেটাও তো আমি জনগণকে দান করে দিয়েছি। আমরা দুই বোন, হ্যাঁ জাতির পিতা, পরিবারের নিরাপত্তা দরজা একটা আইন করা হয়েছিল, সেই সূত্রে একটা বাড়ি রেহানাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, আর আমার স্বামী, তিনিও চাকরিজীবী, নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট ছিলেন, তার একটা বাড়ি, পাঁচ নাম্বার বাড়ি, যেটা জয়-পুতুলের, আজকে সেই বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রেহানার বাড়িও লুট করা হয়েছে, আর গণভবন, সরকারি সেটা ভাঙ্গাচোড়া, লুটপার, দুই হাতে লুট করা হয়েছে। এমনকি ডক্টর ইউনূস নিজে ওখানে চলে গেছেন, তার সমন্বয়দের সাথে নিয়ে। উপদেষ্টাদের সাথে নিয়ে তিনিও বোধহয় লুটপাট করতে গিয়েছিলেন। আর ৩২ নম্বর বাড়িটা তো আমরা কোন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করিনি, এটি ছিল মিউজিয়াম। সারা বিশ্বের অনেক বড় বড় নেতারা, রাষ্ট্রপ্রধান এসেছেন, সরকার প্রধান এসেছেন, ওই বাড়ি ভিজিট করেছেন। আজকে সেই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কেন? বাড়িটার কি অপরাধ? ওই বাড়িটাকে কেন এত ভয়? আমি দেশের মানুষের কাছে আজকে বিচার চাই। আমি দেশের জনগণের কাছে বিচার চাই, বলুন, আপনারা, আমি কি আপনাদের জন্য কিছুই করিনি? আমি কি আপনাদের অন্য বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেইনি? আপনাদের ঘরে আলো জ্বালিনি? আপনাদের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিনি? রাস্তাঘাট, পুল-ব্রিজ করে আপনাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করে দেইনি? তাহলে কেন এই অপমান? কেন এই বাড়িটা ভাঙ্গা হবে? এই বাড়ি থেকে তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা, আর স্বাধীন দেশ হয়েছিল বলেই তো আজকে বাংলাদেশ এত উন্নত হয়েছে। তাহলে এই বাড়ি কারা ভাঙ্গে? আমি আপনাদের কাছে, দেশের জনগণের কাছে বিচার চাই। আমি ছাত্র সমাজের কাছেও এটা বলবো, যে যারা বিভ্রান্ত করে তোমাদেরকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল, ওই সাধারণ ছাত্র প্রতি তো আমাদের কোন রাগও নেই, কোন অভিযোগও নেই, কারণ আমি জানি তোমাদের এই বয়সটাই এরকম। কিন্তু সকলেই তো এর মধ্যে ঢোকেনি। যারা আজকে এই ধরনের ধ্বংস করছে, যারা মানুষ হত্যা করেছে, তারা তো খুনি হিসেবে চিহ্নিত হবে। এখানে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। কাজেই আমি মনে করি, যে এর থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দূরে থাকা ভালো। এদের এই ধ্বংসযজ্ঞে যেন অংশ না নেয়, বরং লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরে আসুক, আরো উন্নত জীবন তোমরা পাও। আমি সেই দোয়া করি। কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের রক্তের অক্ষরে লেখা, সেই ইতিহাস ভুললে পরে নিজেদের অস্তিত্ব থাকবে না। সে ইতিহাস ভুললে পরে আমরা বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না, চলতে পারবো না। ১৫ই আগস্টের পরে আমরা পারতাম না, খুনের জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল এই দেশ, ভিক্ষার জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল, দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। আমি সেখান থেকে বাংলাদেশকে উন্নত করে, উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান নিয়ে এসেছিলাম। সারা বিশ্ব বাংলাদেশে উন্নয়নকে বিস্ময় বলে পরিচয় করতো, বিস্ময় বলে স্বীকার করতো। কিন্তু ২০২৪ সালের এই আগস্ট মাস থেকে, আজকে বাংলাদেশ আবার সেই ধ্বংসের দেশ।

আমার একটা প্রশ্ন: জুলাই ১৫ তারিখ থেকে যত রকমের হত্যাকাণ্ড, পুলিশ হত্যা, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী হত্যা, ছাত্র হত্যা, শিশু হত্যা, যত হত্যা হয়েছে, কেন ইনডেমনিটি দেওয়া হলো? অপরাধ করলে অপরাধীদের শাস্তি পেতে হবে। যারা অগ্নিসংযোগ করেছে, ওই মেট্রো রেল, তারপরে এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, বা প্রত্যেকটা বিটিভি থেকে শুরু করে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যে আগুন দেওয়া হলো এবং সেটা সমন্বয়ক একজন বলেছে, "পুলিশ হত্যা না করলে, আর মেট্রো রেলে আগুন না দিলে নাকি বিপ্লব সফলতা আসে না?" কীসের বিপ্লব? এই হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসলীলাই কি বিপ্লব? বিপ্লবের অর্থ বোঝে তারা? নিজেরাই স্বীকার করছে। আর সেখানে তাদেরকে ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছে, অপরাধ যারা করে, তারাই দায়মুক্তি পায়। আর অপরাধী তাদের বিচার, কিন্তু একদিন না একদিন হবেই। এটা সকলের মনে রাখতে হবে। তা আমি আজকে এখানে ছাত্র সমাজের কাছে বলব, অন্তত মনোযোগী হও, পড়াশোনায় নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজের পিতা-মাতাকে সম্মান করো, শিক্ষকদের সম্মান করো, নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠান কোন জঙ্গিদের হাতে তুলে দিও না। এই শিক্ষার অনেক কষ্ট করে আমরা শিক্ষার পরিবেশ এনেছিলাম, যেখানে প্রতিদিন বোমাবাজি আর অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল, সেখান থেকে মুক্ত করে চমৎকার পরিবেশ করে দিয়েছিলাম। কোন সেশন জট ছিল না, কিন্তু আজকে আবার সেই সেশন জট, আজকে আবার একটা দুঃসময় যাচ্ছে। আমাদের এই তরুণ সমাজই পারে এখান থেকে পরিবর্তন আনতে। যে চেতনা নিয়ে লাখো শহীদ রক্ত দিয়েছে, সে চেতনাকে ধ্বংস হতে দিও না। তাহলে নিজেরা বিদেশেও মুখ দেখাতে পারবে না, না মানুষের ধিক্কার ছাড়া কিছু জুটবে না। কাজেই সকলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বলব, তোমরা দেশকে ভালোবাসো, দেশের মানুষকে ভালোবাসো, মানুষের কল্যাণে কাজ করো। আর যারা জঙ্গি, সন্ত্রাসী, যারা অগ্নিসংযোগ, মানুষ হত্যা আর এই ভাঙচুর করতে পারে, ইতিহাস মুছে ফেলতে চায়, তাদেরকে ধিক্কার জানাও।

আজকে আবার আমি এখান থেকে বিদায় নেব, তার আগে আমি এটুকু বলব, দেশের মানুষের কাছেই আমার জিজ্ঞাসা, যে যারা মানুষ হত্যা করে, যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তারা ফ্যাসিবাদী না? যারা মানুষের কল্যাণ করে, অন্য বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, ঘরে ঘরে আলো জ্বালে, দেশের মানুষকে উন্নত জীবন দেয়, তারা ফ্যাসিবাদী? কারা স্বৈরাচার? এটা দেশের জনগণই বিচার করবেন। আমি তো আপনাদের কল্যাণে কাজ করেছি, দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি, নিজের দিকে তো তাকাইনি, নিজের কি আছে না আছে, সেটাও দেখিনি। শুধু আপনাদের কল্যাণের জন্যই সবটুকু উজার করে দিয়ে, দিন-রাত পরিশ্রম করে, মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ করেছি। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছি, যা বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা অর্জন করেছিল, আজকে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবে আমি এটুকু আশাবাদী, হ্যাঁ, আমাদের যে স্মৃতিটুকু নিয়ে দুই বোন বেঁচে ছিলাম, আজকে সেই স্মৃতিটুকু ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এর আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, আজকে ভেঙে ফেলছে। হ্যাঁ, একটা দালান ভেঙে ফেলতে পারে, ইতিহাস মুছতে পারবে না। একবার ভাঙলে আবার আমরা গড়তে পারবো। এই বাংলাদেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, বাংলাদেশের মানুষ আবার বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াবে। আল্লাহ যখন বাঁচিয়ে রেখেছেন, তো নিশ্চয়ই আমার কিছু কাজ বাকি আছে, সেটুকু করার জন্য আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। নইলে বারবার কেন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসবো? মানুষের দোয়া, উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যে, ওই গ্রেনেড হামলা, গুলি, বোমা সব জায়গা থেকে তো আমাকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছেন। এবারেও তো সেই একই অবস্থা, এবারে তো একটাই লক্ষ্য ছিল, তার মেটিকুলাস ডিজাইন ছিল ইউনুস সাহেবের, আমাকে দুই বোনকে হত্যা করা। তারপরও কিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেছেন? কাজেই, আবার বাংলাদেশ ফিরে আসবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে উঠবে। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যেতে পারে না, এটাই আমার কথা। ছাত্রলীগকে ব্যান করেছে, ছাত্রলীগকে ব্যান করার কোন অধিকার নেই। কারণ ইউনূস সাহেবের ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ অবৈধ, অসাংবিধানিক। অস্ত্র, অর্থের জোরে মানুষ খুন করে, মানুষের লাশের ওপর পাড়া দিয়ে সে ক্ষমতায় এসেছে। এভাবে অন্যায় করে যারা ক্ষমতায় আসে, এ ক্ষমতা কিছুদিন ভোগ করতে পারে, কারো নিজে ট্যাক্স দেবে না, মানুষের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাবে। ভ্যাট বসাবে, জনগণকে ভাত দিতে পারবে না, পুলিশের পোশাক বদলায় পাকিস্তানিদের পোশাকের সাথে মিলিয়ে। কৃষক চাষ করতে পারে না, সার পায় না, শ্রমিক কাজ পায় না, শ্রমিকদের বেকার করে দেয়, অথচ নিজের অর্থ সব ঠিকই আছে এবং অর্থ পাচার করা অব্যাহত রেখে দিয়েছে। কাজেই, এ অন্যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীণও সইবে না।

এবং বাংলাদেশের মানুষকেও বলব, আপনারাও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। বাংলাদেশকে এভাবে ধ্বংস হতে দেবেন না। আমি আছি আপনাদের পাশে, আমি যত দূরেই থাকি না কেন, আমার মন আপনাদের সাথে আছে। আর আপনারা আমার মনের ভেতরে আছেন। বাংলার জনগণকে নিয়ে তো সব শোক ভুলেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষকেই তো একটা নিজের পরিবার হিসেবে আমি নিয়েছিলাম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু